Promises, Realities, and Failure: Jogendranath Mandal's Political Praxis and Resignation in Pakistan (1947–1950)

প্রতিশ্রুতি, বাস্তবতা ও ব্যর্থতা: পাকিস্তানে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কর্মনীতি ও পদত্যাগ (১৯৪৭–১৯৫০)

Research Review Journal of Interdisciplinary Studies
double-blind peer-reviewed and refereed online quarterly Journal
ISSN (online): 3108-0472
1(3) 16-19, 2025
©The Author(s) 2025
10.31305/rrjis.2025.v1.n3.002
https://rrjournals.in/

Received: 9 Oct, 2025
Revised: 21 Oct, 2025
Accepted: 16 Nov, 2025
Published: 31 Dec, 2025

*Debashis Sarkar

Assistant Professor, Department of Political Science, Panihati Mahavidyalaya & Ph.D. Research Scholar, CSSSC

Abstract: *This article examines the political praxis of Jogendranath Mandal in post-Partition Pakistan, his role in safeguarding minority and Scheduled Caste interests, and the historical significance of his resignation. In August 1947, Mandal joined Pakistan's central cabinet and served as Minister for Law and Labour. As the only Hindu minister in Pakistan, he was not merely a representative of the Scheduled Castes but emerged as a political spokesperson for the Hindu minorities across the country. The article demonstrates that his decision to join Pakistan was shaped by class realities, disillusionment with Congress and British policies, and the Muslim League's promises of constitutional safeguards. It analyzes his administrative initiatives, advocacy for educational opportunities and job reservations for Scheduled Castes, support for the joint electorate system, and his active role in protecting minorities during communal riots. The study further explores how changes in Pakistan's state character after Jinnah's death, the growing trend of Islamization, and state failure on minority issues gradually marginalized Mandal. His resignation letter of 1950 is assessed as a crucial historical document reflecting the crisis of minority politics and the challenges of post-Partition state formation in the subcontinent.*

Keywords: *Jogendranath Mandal; Partition; Pakistan; Minority Politics; Communal Riots; Scheduled Castes; East Pakistan*

Abstract in Bengali: এই প্রবন্ধে দেশভাগোত্তর পাকিস্তানে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল-এর রাজনৈতিক কর্মনীতি, সংখ্যালঘু ও তফসিলি স্বার্থরক্ষায় তাঁর ভূমিকা এবং তাঁর ঐতিহাসিক পদত্যাগের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের আগস্টে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দেন এবং আইন ও শ্রমমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তানের একমাত্র হিন্দু মন্ত্রী হিসেবে তিনি কেবল তফসিলি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন না, বরং সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের রাজনৈতিক মুখপাত্রে পরিণত হন। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, পাকিস্তানে যোগদানের পেছনে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল শ্রেণিগত বাস্তবতা, কংগ্রেস ও ব্রিটিশ নীতির প্রতি হতাশা এবং মুসলিম লিগের দেওয়া সাংবিধানিক সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রভাবিত। এই প্রবন্ধে

*Corresponding Author
Debashis Sarkar, Assistant Professor, Department of Political Science, Panihati Mahavidyalaya & Ph.D. Research Scholar, CSSSC
debashissarkar88@gmail.com

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-Commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed.

Scan and Access

তাঁর প্রশাসনিক কার্যাবলি, তফসিলি শিক্ষাব্যবস্থা ও চাকরিতে সংরক্ষণ, যুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘুদের রক্ষায় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে জিন্নার মৃত্যুর পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রচরিত্রের পরিবর্তন, ইসলামীকরণের প্রবণতা এবং সংখ্যালঘু প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা কীভাবে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে ক্রমশ প্রান্তিক করে তোলে, তা বিশ্লেষিত হয়েছে। তাঁর ১৯৫০ সালের পদত্যাগপত্রকে এই প্রবন্ধে উপমহাদেশে সংখ্যালঘু রাজনীতির সংকট ও দেশভাগোত্তর রাষ্ট্রগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Keywords: যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল; দেশভাগ; পাকিস্তান; সংখ্যালঘু রাজনীতি; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; তফসিলি সম্প্রদায়; পূর্ব পাকিস্তান

1 | ভূমিকা

১৯৪৭ সালের দেশভাগ উপমহাদেশের ইতিহাসে কেবল রাষ্ট্রসীমার পুনর্বিন্যাস নয়, বরং সমাজ, রাজনীতি ও সংখ্যালঘু অস্তিত্বের এক গভীর সংকটের সূচনা করে। এই প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের যোগদান এবং তিন বছরের মধ্যেই তাঁর প্রত্যাবর্তন ছিল এক ব্যতিক্রমী, জটিল ও বহুস্তরবিশিষ্ট রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৪৭ সালের ৫ই আগস্ট দিল্লি ত্যাগ করে তিনি করাচির উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় একমাত্র সংখ্যালঘু হিন্দু এবং একই সঙ্গে তফসিলি সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিনিধি। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যেমন তাঁকে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছিল, তেমনি ১৯৫০ সালে তাঁর পদত্যাগ পাকিস্তানের রাষ্ট্রচরিত্র ও সংখ্যালঘু নীতির সীমাবদ্ধতাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে দেয়। এই দুই সিদ্ধান্তের জন্যই যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ভারত ও পাকিস্তান—উভয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সমাজ, বিশেষত তফসিলি জনগোষ্ঠী, তাঁর এই রাজনৈতিক পথচলার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এই প্রবন্ধে পাকিস্তানে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের যোগদানের পটভূমি, মন্ত্রী হিসেবে তাঁর কর্মনীতি, সংখ্যালঘু ও তফসিলি স্বার্থরক্ষায় তাঁর ভূমিকা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাঁর অবস্থান এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ঐতিহাসিক পদত্যাগপত্রের কারণ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

2 | পাকিস্তানে যোগদানের পটভূমি

দেশভাগ যখন অবধারিত হয়ে ওঠে, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তখন সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি পাকিস্তানে যোগদান করবেন। যদিও তিনি দেশভাগের, বিশেষত বাংলাভাগের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তবু রাজনৈতিক বাস্তবতা তাঁকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য করে। তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনী ও সমকালীন সংবাদপত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি দেশভাগকে ঐতিহাসিক বিপর্যয় হিসেবে দেখেছিলেন। দিল্লি থেকে করাচি যাওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর উক্তি "শেষ পর্যন্ত আপনি ভারতবর্ষ বিভক্ত করিলেন" এই মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ। তফসিলি সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে যোগেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে দেশভাগ প্রতিহত করার মতো রাজনৈতিক ক্ষমতা তৎকালীন তফসিলিদের ছিল না। অথচ এই বিভাজনের সবচেয়ে বড় শিকার ছিল তারাই। স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিনি একাধিকবার অভিযোগ করেন যে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকার উভয়েই তফসিলিদের উন্নয়ন ও স্বার্থরক্ষার বিষয়ে উদাসীন ছিল এবং ব্রিটিশ সরকার সর্বদা কংগ্রেসের চিন্তাভাবনাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত পাকিস্তানে তফসিলিদের জন্য পৃথক অধিকার, নির্বাচনী সুরক্ষা ও সাংবিধানিক রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি তাঁকে আশাবাদী করে তোলে। মুহাম্মদ আলি জিন্না ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আশ্বাস দেন যে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ধর্ম, জীবন, সম্পত্তি ও সংস্কৃতি পূর্ণ সুরক্ষিত থাকবে। যোগেন্দ্রনাথের ধারণা হয় যে পাকিস্তানই হয়তো তফসিলি সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য তুলনামূলকভাবে অধিক অনুকূল ক্ষেত্র হবে। একই সঙ্গে পূর্ব বাংলার সামাজিক বাস্তবতাও তাঁর সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে। তিনি লক্ষ্য করেন যে পূর্ব বাংলার মুসলমান ও তফসিলিরা উভয়েই প্রধানত শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী এবং উভয়েই দীর্ঘদিন বর্ণহিন্দু আধিপত্যের শিকার। এই শ্রেণিগত মিলের ভিত্তিতে তিনি বিশ্বাস করেন যে পাকিস্তানে মুসলমান ও তফসিলিদের সহাবস্থান সম্ভব হবে এবং বর্ণহিন্দু শোষণের অবসান ঘটবে।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের আত্মজীবনীতে পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্তের সরাসরি ব্যাখ্যা অনুপস্থিত থাকলেও, তাঁর পুত্র জগদীশচন্দ্র মণ্ডল ও রাজনৈতিক সহচর জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে তিনি পাকিস্তানে যোগদানের পূর্বে বি. আর. আম্বেদকর-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন। ২ জুন ১৯৪৭ তারিখে আম্বেদকরের লেখা একটি চিঠিতে পাকিস্তানে যোগদানের বিষয়ে তাঁর নীরব সম্মতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল ভৌগোলিক বাস্তবতা। যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন বরিশালের মানুষ; দেশভাগের ফলে তাঁর জন্মভূমি ও

বাংলার বৃহৎ অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। যাঁদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করতেন, সেই বাংলার অধিকাংশ তফসিলি জনগোষ্ঠীও পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে পড়ে। তাঁদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পাকিস্তানে থেকে লড়াই করাই তাঁর কাছে নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে হয়েছিল। তিনি আরও উপলব্ধি করেন যে পূর্ব বাংলার তফসিলিরা প্রধানত কৃষিজীবী ও সম্পত্তিহীন; সবকিছু ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হবে। এই বাস্তবতা তাঁকে পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্তে দৃঢ় করে।

3 | পাকিস্তানে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা

১৯৪৭ সালের ১০ই আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অস্থায়ী সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত একটি রাষ্ট্রের প্রথম সংসদে একজন হিন্দু ও তফসিলি নেতার সভাপতিত্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায়বিচার ও উদারতার প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের প্রতি কেবল ন্যায়বিচারই নয়, উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। একই সঙ্গে তিনি সংখ্যালঘুদের প্রতি দায়িত্ববোধের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন—রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও অধিকার দাবি করার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা সংখ্যালঘুদের কর্তব্য। এই ভাষণের পর জিন্না তাঁর বাগ্মিতার প্রশংসা করেন এবং বাংলার প্রখ্যাত বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করেন। এর কিছুদিন পর সাত সদস্যের পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তিনি আইন ও শ্রমমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। পাকিস্তানের একমাত্র হিন্দু মন্ত্রী হিসেবে তিনি দ্রুতই সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক মুখপাত্রে পরিণত হন।

নবগঠিত রাষ্ট্রে আইন ও শ্রম—এই দুই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব সামলানো সহজ ছিল না। তবে পূর্ববর্তী প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার কারণে যোগেন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি সামলে নেন। ১৯৪৮ সালে উত্তর পাঞ্জাব, সিন্ধু ও পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত একাধিক শ্রম ধর্মঘট তাঁর তত্ত্বাবধানে মীমাংসিত হয়। লেবার কনফারেন্সে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংস্কার, ন্যূনতম মজুরি আইন, শ্রমিকদের রাষ্ট্রীয় বিমা এবং এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে উঠে আসে যে পাকিস্তানের শিল্পক্ষেত্র দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও শ্রমিকবান্ধব নীতির মাধ্যমে পুনর্গঠন সম্ভব। আইনমন্ত্রী হিসেবে তিনি গণপরিষদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় অবস্থান নেন। গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন ছাড়া আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়—এই আমলাতান্ত্রিক ব্যাখ্যার তিনি বিরোধিতা করেন এবং গণপরিষদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চান।

পাকিস্তানে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের অন্যতম প্রধান অবদান ছিল তফসিলি সমাজের জন্য শিক্ষা, চাকরি ও আর্থিক উন্নয়নের ব্যবস্থা। পূর্ব পাকিস্তানে তফসিলি ছাত্রদের জন্য বৃত্তি, সরকারি চাকরিতে ২০ শতাংশ সংরক্ষণ, শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ এবং জেলা ও মহকুমায় তফসিলি কর্মচারী নিয়োগ—এই উদ্যোগগুলো তৎকালীন প্রেক্ষাপটে ব্যতিক্রমী ছিল। তিনি পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার পরিবর্তে সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্বাচনী ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর মতে, পৃথক নির্বাচনই দ্বিজাতি তত্ত্বকে পুষ্ট করেছে এবং দেশভাগের অন্যতম কারণ। এই অবস্থান মুসলিম লিগের একাংশের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বাড়িয়ে তোলে এবং এখান থেকেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়তে শুরু করে।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে জিন্নার মৃত্যুর পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রচরিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। ইসলামীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সংখ্যালঘু প্রশ্ন ক্রমশ গুরুত্ব হারায়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মন্ত্রীসভায় কার্যত একঘরে হয়ে পড়েন। ১৯৪৮–৫০ সময়কালে করাচি ও পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যোগেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। করাচির দাঙ্গায় তিনি নিজ বাসভবনে বহু হিন্দুকে আশ্রয় দেন। কিন্তু খুলনা, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত ভয়াবহ দাঙ্গা এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা তাঁকে উপলব্ধি করায় যে রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কার্যকর হচ্ছে না। মন্ত্রী হয়েও তিনি দেখেন, সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার প্রশ্নে তাঁর সুপারিশ উপেক্ষিত হচ্ছে এবং বরং তাঁকেই সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। লিয়াকত আলি খান-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠে এবং তাঁকে ভারতের হয়ে কাজ করার অভিযোগ পর্যন্ত করা হয়। তিনি ক্রমশ কোনঠাসা ও গুরুত্বহীন হয়ে পরেন।

4 | পদত্যাগপত্র: এক ঐতিহাসিক দলিল

এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৫০ সালের ৮ই অক্টোবর যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রায় ৮ হাজার শব্দের ২১ পাতার পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। এই পদত্যাগপত্র কেবল ব্যক্তিগত হতাশার প্রকাশ নয়, বরং পাকিস্তানে সংখ্যালঘু রাজনীতির ব্যর্থতার এক ঐতিহাসিক দলিল। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল তাঁর পদত্যাগপত্রে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন, সম্পত্তি, মর্যাদা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক সহযোগিতা, জিন্নার দেওয়া আশ্বাস ও লাহোর প্রস্তাবের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে ভঙ্গ হয়েছে; জিন্নার মৃত্যুর

পর পাকিস্তান দ্রুত একটি সংকীর্ণ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে যেখানে সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক সুরক্ষা কার্যত অকার্যকর। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় মদতে হিন্দু নিপীড়ন, লুট, ধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তর, প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষপাতিত্ব, দাঙ্গার সময় সরকারের নিষ্ক্রিয়তা, দিল্লি চুক্তি বাস্তবায়নে অনীহা এবং পূর্ব বাংলায় সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার—সব মিলিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে পাকিস্তান হিন্দুদের জন্য বসবাসযোগ্য রাষ্ট্র নয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে থেকে সংখ্যালঘুদের কোনো প্রকৃত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারায় এবং মিথ্যা আশার জন্ম দিতে অনিচ্ছুক হয়ে তিনি নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে মন্ত্রীসভা ত্যাগ করেন, যা পাকিস্তানে সংখ্যালঘু রাজনীতির চূড়ান্ত ব্যর্থতার দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে পাকিস্তান আর সংখ্যালঘুদের জন্য নিরাপদ রাষ্ট্র নয়।

5 | উপসংহার

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল-এর পদত্যাগপত্র কেবল একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত হতাশা বা রাজনৈতিক মতবিরোধের দলিল নয়; এটি পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু রাজনীতির কাঠামোগত ব্যর্থতার এক ঐতিহাসিক দলিল। পাকিস্তান গঠনের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে মুসলিম লীগ এবং জিন্নার দেওয়া আশ্বাস, লাহোর প্রস্তাবের সংখ্যালঘু সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি এবং ১১ আগস্ট ১৯৪৭-এর ভাষণে ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ নাগরিকতার ধারণা প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতা। জিন্নার মৃত্যুর পর রাষ্ট্র দ্রুত ইসলামীকরণের পথে অগ্রসর হয় এবং সেই প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘু হিন্দুরা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, প্রশাসনিক বৈষম্য, পুলিশের পক্ষপাতিত্ব, দাঙ্গা, বলপূর্বক ধর্মান্তর এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উৎখাতের শিকার হয়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েও যখন দেখেন যে তাঁর উপস্থিতি সংখ্যালঘুদের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তি রক্ষায় কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না, বরং সরকার তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও হস্তক্ষেপকে অসহ্য মনে করছে, তখন তাঁর পদত্যাগ এক নৈতিক ও রাজনৈতিক অনিবার্যতায় পরিণত হয়। এই পদত্যাগ পাকিস্তান রাষ্ট্রের তথাকথিত সংখ্যালঘু-সুরক্ষা নীতির মুখোশ উন্মোচন করে এবং দেখিয়ে দেয় যে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরে সমতা ও নাগরিক অধিকার কতটা ভঙ্গুর। একই সঙ্গে এটি উপমহাদেশের দেশভাগোত্তর ইতিহাসে একটি গভীর সতর্কবার্তা বহন করে—যে রাষ্ট্র কেবল সংখ্যাগুরু পরিচয়ের ভিত্তিতে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে, সেখানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক কৌশলে পরিণত হয়। অতএব, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগপত্র শুধু পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সংকটের দলিল নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ায় রাষ্ট্র, ধর্ম ও নাগরিক অধিকারের সম্পর্ক অনুধাবনের জন্য এক অনিবার্য ঐতিহাসিক পাঠ।

References / তথ্যসূত্র:

[1] Dwaipayan Sen. The Decline of the Caste Question: Jogendranath Mandal and the Defeat of Dalit Politics in Bengal. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

[2] Ghazal Asif. "Jogendranath Mandal and the Politics of Dalit Recognition in Pakistan." South Asia: Journal of South Asian Studies 43, no. 1 (2020): 1–20.

[3] Ishtiaq Ahmed. Jinnah: His Successes, Failures and Role in History. New Delhi: Penguin India, 2020.

[4] Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury. Caste and Partition in Bengal: The Story of Dalit Refugees, 1946–1961. New Delhi: Oxford University Press, 2022.

[5] Sekhar Bandyopadhyay. Caste, Protest and Identity in Colonial India: The Namasudras of Bengal. 2nd ed. New Delhi: Oxford University Press, 2011.

[6] জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, ২০০৪।

[7] দিনেশ চন্দ্র সিংহ. শ্যামা প্রসাদ, বঙ্গ বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা: তুহিনা প্রকাশনী।

[8] যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, যোগেন্দ্রনাথ পুত্র জগদীশ চন্দ্র মণ্ডল থেকে প্রাপ্ত।

[9] সদানন্দ বিশ্বাস, মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ, বঙ্গভঙ্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ. কলকাতা: দীপালী বুক হাউস, ২০০৪।

[10] সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত,বঙ্গ সংহার, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০২।

Cite this article

Sarkar, D. (2025). Promises, Realities, and Failure: Jogendranath Mandal's Political Praxis and Resignation in Pakistan (1947–1950): প্রতিশ্রুতি, বাস্তবতা ও ব্যর্থতা: পাকিস্তানে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কর্মনীতি ও পদত্যাগ (১৯৪৭–১৯৫০). *Research Review Journal of Interdisciplinary Studies*, *1*(3), 16-19. https://doi.org/10.31305/rrjis.2025.v1.n3.002